বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি

Bangladesh Class-III Govt. Employees Association

(একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন)

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

অস্থায়ী কার্যালয় ঃ ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

e-mail : info@bgeac3.com web:wwwbgeac3.com

স্মারক নং ঃ বাতসকস/২০১৪/১৩৫ তারিখ ঃ ২৭ ডিসেম্বর ২০১৪খ্রিঃ

৮ম জাতীয় বেতন স্কেল জুলাই ২০১৪ হতে বাস্তবায়ন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের ৩টি স্কেল বা গ্রেডে বিন্যাস করে সর্বনিম্ন ১৫,০০০ মূল বেতন নির্ধারণসহ বিদ্যমান টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রথা বহাল রাখার দাবীতে

সংবাদ সম্মেলন

তারিখ ঃ ২৭ ডিসেম্বর ২০১৪খ্রিঃ

সম্মানিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির পক্ষ হতে সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে পেশ করছি আজকের সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য। বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন। প্রজাতন্ত্রের সরকারি কর্মক্ষেত্রে বিরাজমান মোট জনবলের প্রায় ৬০ ভাগই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী। আমরা সকলেই নির্দিষ্ট ও স্বল্প আয়ের কর্মচারী। প্রতিবারের মত এবারও ৮ম জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত বেতন কাঠামোতে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা অবহেলিত ও নানাবিধ বৈষম্যের শিকার হয়েছেন।

সুধী সাংবাদিকবৃন্দ,

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মহান সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত আপনারা জাতির বিবেক, অসহায় নির্যাতিত জনগোষ্ঠির জাগ্রত কণ্ঠস্বর। আপনারাই পারেন বাস্তবতার নিরিখে তীক্ষ্ণ লেখনির মাধ্যমে অবহেলিত জনগোষ্ঠির সমস্যাদি অতীব সহজতর ও সুন্দরভাবে সরকার, দেশ ও জাতির কাছে তুলে ধরতে। সেই প্রত্যাশায় আজ প্রজাতন্ত্রের অবহেলিত তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যের করুন চিত্র আপনাদের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে সুবিবেচনার জন্য তুলে ধরা একান্তই প্রয়োজন ও জরুরী বলে আমরা মনে করছি।

২৪ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে গঠিত জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন দীর্ঘ এক বৎসর এক মাস পর কমিশনের প্রতিবেদন / সুপারিশ ২১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করে আনুষ্ঠানিকভাবে দাখিল করায় সমিতির পক্ষ হতে কমিশনের সকল সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুপারিশ দাখিলকালীন কমিশনের সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্য এবং ঐদিন ও পরের দিন ২২ ডিসেম্বর, ২০১৪ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত নতুন জাতীয় বেতন কাঠামো ও তৎসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অবহিত হয়ে কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ঘোষিত ২/১টি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শতভাগ বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব ঃ ৮ম জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশনের বরাত দিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলা হয়েছে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শতভাগ বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। শতভাগ বেতন বৃদ্ধি বলতে বোঝা যায় একজন কর্মকর্তা কর্মচারীর বর্তমান প্রাপ্ত বেতনের দ্বিগুণ বেতন বৃদ্ধি করা যা আদৌ সত্য নয়। বেতন কাঠামোর প্রতিটি স্কেলের প্রারম্ভিক বেতন দ্বিগুণ করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ৫ বৎসর, ৮ বৎসর, ১০ বৎসর, ১৫ বৎসর, ২০ বৎসর অথবা তার অধিক সময় চাকুরী করেছেন তাদের মূল বেতন ইতোমধ্যেই প্রস্তাবিত বেতনের চেয়ে বেশী হয়েছে। ঐ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কিভাবে ১০০% বেতন বৃদ্ধি হবে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ্যে। শতভাগ বেতন বৃদ্ধি হতে পারে ঐ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যারা এক বৎসর সময়ের মধ্যে চাকুরীতে যোগদান করেছেন আপামর কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে নয়। এরূপ শতভাগ বেতন বৃদ্ধির ঘোষনা শুধুমাত্র আমলাতান্ত্রিক কৌশল, বাস্তব সম্মত নয়।

চলমান পাতা-০২

বেতন কাঠামো প্রসঙ্গে ঃ আপনারা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন ২০০৯ সালে ৭ম জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণাকালীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে বেতন স্কেলের কাঠামোতে ব্যাপক হারে বৈষম্য সৃষ্টি করে তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন স্কেলগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে কম নির্ধারণ করা হয় ফলে বিভিন্ন মহল থেকে কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এরূপ অবহেলাজনিত বেতন কাঠামো নির্ধারণের ফলে আলোচনা সমালোচনা সৃষ্টি হয়। সেপ্রেক্ষিতে বাছাই কমিটি ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ২০তম গ্রেডের প্রারম্ভিক বেতন ৩৯০০ টাকা হতে ৪১০০ টাকা নির্ধারণ করে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের ৯ম হতে ১৬তম প্রতিটি গ্রেডের প্রারম্ভিক বেতন ৫০০ টাকা কমিয়ে ৭ম জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করা হয়। যাতে তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীরা বৈষম্যের স্বীকার হন। আমরা আশা করেছিলাম ৮ম জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশনে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে কিন্তু এবারও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। লক্ষ্য করা যায়, ২০টি গ্রেডের পরিবর্তে যে ১৬টি গ্রেড প্রস্তাব করা হয়েছে তার মধ্যে কর্মকর্তাদের প্রারম্ভিক স্কেলের ৯ এবং ৮নং স্কেলকে একত্রীভুত করে একটি যার প্রারম্ভিক বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫,০০০ টাকা। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের ৬টি গ্রেডের মধ্যে ১২ এবং ১৩ নং গ্রেড একত্রীভূত করে একটি এবং ৪র্থ শ্রেণীর ৪টি গ্রেডের মধ্যে ১৭ ও ১৮ একটি এবং ১৯ ও ২০ একটি গ্রেড তৈরী করা হয়েছে। এখানেও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। লক্ষ্য করা যায়, চলমান সুপারিশকৃত বেতন কমিশনে বেতন কাঠামোতে প্রস্তাবিত বেতন গ্রেডের এক গ্রেড থেকে পরবর্তী গ্রেডের টাকার পার্থক্য যেমন ১৬তম গ্রেড ও ১৫তম গ্রেডের মধ্যে (৪র্থ শ্রেণী) ৮০০, ১৫ ও ১৪তম গ্রেডের মধ্যে (তৃতীয় শ্রেণী শুরু) ৫০০, ১৪ ও ১৩ গ্রেড ৫০০, ১৩ ও ১২তম গ্রেড ৫০০, ১২ ও ১১ গ্রেড ১,০০০, ১১ ও ১০ম গ্রেড ১৫০০, ১০ম ও ৯ম গ্রেড (২য় শ্রেণী শুরু) ৪০০০, ৯ম থেকে ৮ম গ্রেড (১ম শ্রেণী শুরু) ৮০০০। অতপর অন্যান্য স্কেলের (কর্মকর্তাদের) পার্থক্য যথাক্রমে ৭,০০০, ৫০০০, ৮০০০, ১০,০০০, ১০,০০০ ও ১২,০০০ টাকা ইত্যাদি। বেতন গ্রেডগুলির মধ্যে ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের মধ্যে প্রযোজ্য ১০-১৪ গ্রেডের গ্রেডগুলির এক গ্রেড থেকে পরবর্তী গ্রেডের থাকার পার্থক্য দেখে সহজেই বুঝা যায় যে, প্রতিবারের মত এবারও তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের অবহেলার চোখে দেখা হয়েছে। গ্রেডের পার্থক্য ৪র্থ শ্রেণী থেকেও নিম্নগামী করা হয়েছে, যা অপ্রত্যাশিত ও দুঃখজনক এরূপ বৈষম্যের প্রতিকার হওয়া জরুরী।

টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড ঃ পদোন্নতির সুযোগ কম থাকায় এবং জ্যেষ্ঠ কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধার জন্য টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু ৮ম জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশনের সুপারিশে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রথা বাতিল করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি এবং বেতন গ্রেডগুলোকে যুগোপযোগী না করে টাইম স্কেল প্রথা বাতিল করে তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করা হয়েছে, এটা অন্যায়। আমরা টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বহাল রাখার দাবী করছি।

৮ম জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়ন ঃ ৮ম জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন গঠন পরবর্তী বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী মহোদয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাত দিয়ে বাজেট বক্তব্যে বলেছেন চলতি অর্থ বৎসর জুলাই, ২০১৪ হতে বেতন কমিশন সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হবে এবং চলতি অর্থ বৎসর বাজেটে বেতন সমন্বয়ের জন্য থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে কিন্তু ইদানিং মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জুলাই, ২০১৫ থেকে নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করার কথা বলেছেন যা কর্মচারীদেরকে হতাশ করেছে। চলতি অর্থ বৎসরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য রাখা বরাদ্দ কোন খাতে দেয়া হবে তার কোন ব্যাখ্যা নাই। বাজেটের থোক বরাদ্দ থেকে জুলাই/২০১৪ মাস থেকে জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়ন ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান নিশ্চিত করা হউক।

সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ঃ ৮ম জাতীয় বেতন কমিশনের অন্যান্য যে সকল সুবিধাদির উল্লেখ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে দীর্ঘ সূত্রিতার সৃষ্টি হবে, আমরা আশা করি ঐসকল সুবিধার ধরণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে সরকারি পরিকল্পনা সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। ইতোপূর্বে দেখা গেছে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের অনেক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে কিন্ত তা বাস্তবায়নে নানাবিধ জটিলতা সৃষ্টির কারণে আদৌ ফলপ্রসূ হয়নি।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আমরা স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের গর্বিত নাগরিক, অন্যায় অবিচার এবং বৈষম্য অবসানের দাবীতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে ত্রিশ লক্ষাধিক শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীন করেছি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে জাতির জনক সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে বেতন বৈষম্য নিরসন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সম্প্রীতি অটুট করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৩ সালে তৃতীয় শ্রেণীর তিনটি গ্রেডসহ মোট ১০টি গ্রেড বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করেন কিন্তু ১৯৭৭ সালে সামরিক সরকার ১০টি স্কেলকে ভেঙ্গে ২০টিতে রূপান্তর করেন। সেই সাথে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের পরস্পরের মধ্যে ব্যাপক বেতন বৈষম্য সৃষ্টি করে ৩টি গ্রেডের পরিবর্তে ৬টি গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এসকল অন্যায় ও বৈষম্যের অবসান হবে। কিন্ত ৮ম জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশনের প্রকাশিত সুপারিশে তার প্রতিফলন ঘটেনি।

চলমান পাতা-০৩

বর্ণিতাবস্থায়, আপনাদের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো পুনঃ বিবেচনার জন্য দাবী জানাচ্ছি।

১(ক)। জীবনযাপনের ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে ১৫০০০ টাকা সর্বনিম্ন মাসিক মূল বেতন নির্ধারণ করে জুলাই, ২০১৪ হতে নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করা।

১(খ)। ১৯৭৩ সনে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসরণে ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ৩(তিন)টি স্কেল/গ্রেড নির্ধারণসহ মোট ১২(বার)টি গ্রেডে বেতন স্কেল নির্ধারণ ও তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের শতভাগ সিলেকশন গ্রেড প্রদানসহ সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রথা বহাল রাখতে হবে।

১(গ)। মূল বেতনের ৭৫% বাড়ি ভাড়া, ২৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা, ১১০০ টাকা যাতায়াত ভাতা, প্রতিদিন ৫০ টাকা হারে প্রতিমাসে ১১০০ টাকা টিফিন ভাতা, সন্তান শিক্ষাভাতা বৃদ্ধি, গ্যাস বিদ্যুৎ পানির বিল ভাতা হিসাবে প্রদান। ১০০% পেনশন, ১ঃ৪০০ হারে গ্রাচ্যুইটি, চাকুরীর বয়সসীমা ৬০ বৎসর নির্ধারণ করা।

২(ক)। বাংলাদেশ সচিবালয়ের স্টেনোগ্রাফার, বাজেট সহকারী, উচ্চমান সহকারী ও মহামান্য হাইকোর্টের প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারীদের ন্যায় সচিবালয় বহির্ভূত অন্যান্য দপ্তর প্রতিষ্ঠানে কর্মরত স্টেনোগ্রাফার, প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারী, কম্পিউটার / ডাটাএন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর, হিসাব রক্ষক, হিসাব সহকারী, স্টোর কিপার, লিনেন কিপার, হাসপাতাল রেকর্ড কিপার, স্টুয়ার্ড, ডায়েটেশিয়ান, এস. জি অপারেটর, এল.এস.জি, এ.পি.এম, টি.পি. অনুরূপ সকল সমপদের সমমর্যাদার কর্মচারীদের পদবী যথাক্রমে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বপদে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতনস্কেল প্রদানের ঘোষণা করা।

২(খ)। ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও ডিপ্লোমা নার্সদের ন্যায় সমশিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ডিপ্লোমা কৃষিবিদ, ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট, ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট এবং ডিপ্লোমা প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত ও সমপদের অন্যান্যদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতনস্কেল বাস্তবায়নকরণ।

আমরা আশা করি আপনাদের মাধ্যমে উত্থাপিত ৮ম জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশনের সুপারিশে সৃষ্ট বৈষম্যগুলো অবিলম্বে সদাশয় সরকার পুনঃ বিবেচনা করবেন। দাবী সমূহ বাস্তবায়ন না হলে ২৩ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সমিতির ৫ম দ্বি-বার্ষিক জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে ন্যায় সঙ্গত দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সমিতিকে দেশব্যাপী কর্মবিরতি, বিক্ষোভসহ কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করতে বাধ্য হবে। আমরা মনে করি সরকার আন্তরিক হলে আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ও ধৈর্য্য সহকারে আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য প্রজাতন্ত্রের সকল তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ। আমাদের বক্তব্য আপনাদের বহুল প্রচারিত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রচার ও প্রকাশ করার জন্য বিনয়ের সাথে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের সকলের প্রতি শুভ কামনায় আজকের সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।

২৭/১২/১৪

(মোঃ লুৎফর রহমান)
মহাসচিব
০১৯২২-১১৭৫০১

২৭/১২/১৪

(মোঃ মাহফুজুর রহমান)
সভাপতি
০১৭১৫-৬৬৫৫৪৬

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি

Bangladesh Class-III Govt. Employees Association

(একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন)

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

অস্থায়ী কার্যালয় ঃ ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

e-mail : info@bgeac3.com web:wwwbgeac3.com

স্মারক নং ঃ বাতসকস/সম/২০১৪/১৩৮ তারিখ ঃ ২৭ ডিসেম্বর ২০১৪

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কর্মচারীদের বিদ্যমান সুবিধা বহাল রেখে জুলাই ২০১৪ হতে নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়ন দাবী

মূল বেতন সর্বনিম্ন ১৫০০০ টাকা নির্ধারণ করে ৮ম জাতীয় বেতন স্কেল জুলাই ২০১৪ হতে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের ৩টি বেতন গ্রেড/স্কেলে বিন্যাস, কর্মচারীদের বিদ্যমান টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বহাল রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট দাবী জানিয়েছেন বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি। শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবী জানানো হয়। জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন জীবন যাপনের ব্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব না থাকায় হতাশ ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন কর্মচারীর নেতারা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কমিশনের সুপারিশে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি করে কর্মচারীদের বেতন উল্লেখযোগ্য ভাবে কম নির্ধারণ করা হয়েছে, এতে ৩য় শ্রেণীর গ্রেডগুলোতে এক গ্রেড থেকে পরবর্তী গ্রেডের ব্যবধান ৪র্থ শ্রেণীর দু'টি গ্রেডের মধ্যকার ব্যবধান থেকে কম নির্ধারণ করা হয়েছে যা বিস্ময়কর। নেতৃবৃন্দ বলেন, পে কমিশনের সুপারিশে কর্মচারীদের শতভাগ বেতন বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে যা আদৌ বাস্তব সম্মত নয়। কেবলমাত্র চাকুরীতে নবাগতদের বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি হতে পারে কিন্তু যারা ৫, ৮, ১০, ১৫, ২০ বছর অথবা তার অধিক সময় চাকুরী করেছেন তাদের মূল বেতন ইতোমধ্যেই প্রস্তাবিত প্রারম্ভিক বেতনের চেয়ে বেশী হয়েছে। কমিশনের প্রস্তাবে পুরানো কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির বাস্তবভিত্তিক কোন দিক নির্দেশনা নেই।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সভাপতি মোঃ মাহফুজুর রহমান। নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি জনাব রশিদ উল্লাহ, মহাসচিব লুৎফর রহমান, সহ-সভাপতি নাজমা আক্তার, আবদুল মান্নান হাজারভী, ইব্রাহিম খলিল, নূরুন নবী, নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাসচিব আতাউর রহমান, মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ শামসুজ্জামান, যুগ্ম-মহাসচিব সেলিম মোল্লা, তাপস কুমার সাহা, রমিজ উদ্দিন মাঝি, আবদুল আজিজ, ফরিদুর রহমান, মোঃ মফিজুল হক, সহকারী মহাসচিব শফীকুল ইসলাম, আজিজুন নাহার, মারজাহান আক্তার নিপা, সাংগঠনিক সচিব রফিকুল ইসলাম মামুন, মোঃ মনিরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মোঃ হারেছ, ঢাকা মহানগর কমিটির কার্যকরী সভাপতি হারুন অর-রশীদ, সহ-সভাপতি খতিবুর রহমান, মোঃ ওবায়দুল হক, মোঃ জুলফিকার হায়দার প্রমুখ।

বরাবর

বার্তা সম্পাদক/চীফ রিপোর্টার

.....

.....

বার্তা প্রেরক

২৭/১২/১৪

(মোঃ লুৎফর রহমান)

মহাসচিব

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

০১৯২২-১১৭৫০১